দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 MAI ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# শেকৃবিতে নীতিমালা লঙ্ঘন করে জনবল নিয়োগের পাঁয়তারা

■ শেকৃবি প্রতিনিধি

নিয়োগ নীতিমালা উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা নিয়োগের জন্য ছাত্রলীগ কর্মীদের তালিকা করে উপাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সেই তালিকা ধরেই চলছে নিয়োগ। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা না থাকায় এসব ছাত্রলীগ কর্মীদের নিয়োগের জন্য মানা হচ্ছে না কোন নীতিমালা। আবার এসব তালিকার বাইরেও একটি তালিকা হচ্ছে যা নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চক্র। পছন্দের লোকদের নিয়োগ দিতে শেকৃবি আইনের তোয়াক্কা না করে বাছাই বোর্ডের বিশেষজ্ঞ সদস্যও পরিবর্তন করা হয়েছে। উপাচার্য কার্যালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রতি কোন নজর নেই। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, জনবল নিয়োগই বর্তমান উপাচার্যের যেন একমাত্র দায়িত্ব। আর এ জনবল নিয়োগ দিতে গিয়ে তিনি নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ছেন।

**যেসব অনিয়ম করছে কর্তৃপক্ষ**: নিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী, সেকশন অফিসার পদে নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়স হতে হয় ৩০ বছর, কিন্তু যাদের বয়স ৩০ এর বেশি তাদের নামেও মৌখিক পরীক্ষার কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। নীতিমালায় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বলা হয়, সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারবেন, অথচ বেসরকারি অখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ব্যবহার করা আবেদনগুলোও নিয়োগের জন্য বিবেচনায় আনা হয়েছে। অভিযোগ, পছন্দের লোকদের নিয়োগ দিতেই এ প্রক্রিয়া।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক জানিয়েছেন, যে সব শিক্ষক কর্মকর্তা এ অনিয়মের বিরুদ্ধে কথা বলছেন তাদের নানা কৌশলে হুমকি দেয়া হচ্ছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাতে কোন বাধা সৃষ্টি না হয় এ কারণে নিয়মনীতি উপেক্ষা করে বাছাই বোর্ডের বিশেষজ্ঞ সদস্যও পরিবর্তন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিকালচার বোটানি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এ এম এম শামসুজ্জামান রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন।

নিয়োগ বিধিতে কৃষিবিদ নিয়োগের কোন সুযোগ না থাকার পরও বিজ্ঞাপনে হিসাব রক্ষক পদে নিয়োগের জন্য কৃষিবিদদের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ কাউকে নিয়োগ দেয়ার জন্যই এমন বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন একাধিক শিক্ষক কর্মকর্তা।

সহকারী পরিচালক (বাজেট) পদে নিয়োগের জন্য মৌখিক পরীক্ষার ২মে পূর্ব নির্ধারিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ঐ পরীক্ষা দুইদিন পূর্বে ৩০ এপ্রিল নেয়া হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এ বিষয়ে কোন নোটিশ করা হয়নি। অনেকে পরীক্ষার তথ্য না জানার কারণে আসেননি। পছন্দের ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়ার জন্যই এমনটি করা হয়েছে বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন। গাড়ির ড্রাইভার পদের জন্য দু'বার বিজ্ঞাপনে দুই রকমের যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে।

## নিয়মের ব্যত্যয় হবে না : ট্রেজারার

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মো: হযরত আলী জানান, বিভিন্ন কারণে সবাইকে মৌখিক পরীক্ষার কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। তবে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এসব বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে। যা হবে নিয়ম অনুযায়ীই হবে।